প্রাক্তন চেয়ারম্যানে'র বাণী-

যুগে যুগে পৃথিবীতে বহু মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে, যাদের মহান আদর্শে সমাজ হয়ে উঠে শক্তিশালী, শান্তিময় সুখের নীড়ে। সমাজকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রথমত প্রয়োজন অর্থনৈতিক মুক্তি মানুষ যদি ভালভাবে বাঁচতে পারে তখন সে সামাজিকতা, ধর্ম-কর্ম সবকিছুই করতে সক্ষম হয়। সমবায় মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দানে তৈরী করে এক সুস্থ সমাজ। ষাট'র দশকে আমাদের দেশে খ্রীষ্টিয় সমাজের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু ছিলেন স্বর্গীয় আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেণার। আমাদের ধর্মীয় আদর্শের পাশাপাশি অর্থনৈতিক শক্তির কথা চিন্তা করে তার এক যাযককে সমবায়ী ট্রেনিং এর জন্য পাঠান সুদূর কানাডা। নয় মাস পার সমবায়ী দূত হয়ে আমাদের মুক্তির বারতা নিয়ে ফিরে এলেন নমস্য স্বর্গীয় সি.জে. ইয়াং। তখন আমাদের সমাজের অবস্থা ছিলো খুবই করুন, হাতে গোনা ছাড়া সবার বাড়ীঘর ছিলো মাটির দেয়াল এবং ছনের ঘর যা প্রতি বৎসর নতুন করে ছন দিয়ে ছাইতে হতো ঝড় বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য। খরা, অতিবৃষ্টিতে ফসল হানি প্রায় প্রতিনিয়ত ঘটতো। সংসারে অভাব ছিলো নিত্য সঙ্গী। ছেলেমেয়েদের পড়া লেখা, বিয়ে এবং দৈনিক খাবারের ব্যবস্থা করা ছিলো খুবই কঠিন। এইসব প্রয়োজন মেটাতে মহাজনের চড়া সুদের দেনা কখনই শেষ হতোনা। অনেকে কাঁঠাল বাগান, ধানের জমির উপর অগ্রীম টাকা নিয়ে সংসার চালিয়ে ক্ষ্যান্ত হতো। ঠিক এই সময় স্থাপিত হলো মঠবাড়ী খ্রীষ্টান সমবায় ঋণদান সমিতি লি: প্রতিমাসের চাঁদা ছিলো পঞ্চাশ পয়সা, যা আজ পঞ্চাশ কোটি টাকার হাতছানি দিচ্ছে।

১৯৬২ সালের সেই ছোট্ট চারাগাছটি আজ মহা ফলাদায়ক বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তার ৫০ বৎসরের পূর্তি আমরা পালন করছি। আমরা ২৫ বৎসরের জুবলী উৎসবও পালন করেছি, তবে সেটা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে তখন সমিতির নিজস্ব অফিস ঘর ছিলোনা। পালপুরোহিতের বাড়ীর সাথে ছোট্ট একটা ঘরে অফিসের কাজ চলতো, এইসব বিবেচনা করে ১৯৮৭ সালে আমার প্রস্তাবনায় সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুবলীর টাকা দিয়ে চার্চ ক্যাম্পাসে সমিতির নিজস্ব অফিস ঘর নির্মান করা হয়। যেহেতু জুবলীর টাকা দিয়ে এটি নির্মিত হয়েছিল, তাই তার নাম দেয়া হয় **"জুবলী হাউস"** যা স্বর্গীয় আর্চ বিশপ মাইকেল রোজারিও উদ্বোধন করেন। স্বর্গীয় নাইট ভিনসেন্ট আমাদের এই উদ্যোগকে উচ্চ প্রশংসা করেন।

আজ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আমাদের প্রথম চেয়ারম্যান স্বর্গীয় আগষ্টিন ছেড়াও, যিনি প্রথম হাল ধরেছিলেন। এবং উনাকে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছিলেন স্বর্গীয় পালপুরোহিত বার্গম্যান।

সুপ্ত প্রতিভা ও সুস্থ মননশীল চিন্তা চেতনার ফসল প্রয়ীসের সেবা সমবায়ী সৈনিক হয়ে উঠুক, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরলস কর্ম প্রচেষ্টায় জ্যোর্তিময়ীর সমবায় আপন জ্যোতিতে সতত বিকোশিত হোক তার স্নিগ্ধ আলোয়। প্রতিটি মানুষের অন্তর হোক আলোয় উজ্জল। ভেদাভেদ ভুলে সত্য ও সুন্দরের পূজারী মানুষ নির্মাণ করুক ভাবী প্রজন্মের জন্য চির সবুজ এক সুন্দর সমবায়ী পৃথিবী এ প্রত্যাশায় সবার প্রতি রইলো আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সবার মঙ্গল করুন।

নিকোলাস গমেজ
প্রাক্তন চেয়ারম্যান